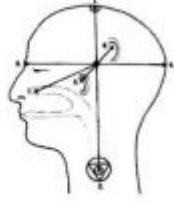


সপ্ততালু মানবরাজ্য থেকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের দ্বার



কুটুহ থেকে জাগে নিবাবধনি। এই কুটুহেই
আত্মার অবস্থান। এটি ধারণার অধীত। যেহেতু
এখান থেকেই নির্মিত হয় আমাদের বেহাঙ্গ
ও মনোভঙ্গ, সেসে সমগ্র জগৎ।

- উল্লিখ অক্ষ ১. মস্তকশীর্ষে কুটুহ : জড়িটি মানুষের মধ্যে সর্বব্যাপী নিব
পারমশূন্যের অবস্থানক্ষেত্র।
২. মেরুদেশে নানা চক্র : অবস্থিত পাঁচটি চক্র নিয়ে প্রকৃতির
মেরুদেশের মধ্যে পরপর পাঁচটি এই চক্রগুলিই আমাদের
সব কর্ম ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ত্রিনায়াযোগের দ্বারা
এগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব করা যায়।
- অনুভূতিকে অক্ষ ৩. লম্বাঘে অজ্ঞানত্ব : তিন ইঞ্চি পরিমাণ ভেতরে আমাদের
অধীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব অধ্যাত্মজ্ঞান নিহিত।
৪. অনুকপাল বা মাথার খুলির পেশের নিক : মেরুদেশের
মধ্যে দিয়ে প্রাণপাণ্ডিত্যকে মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগোয়া বা
সুদুর্দূর্দারিকের সঙ্গে যুক্ত করে।
৫. বাম অস্ত্রকর্ণ : নিব্য ধ্বনি জ্যোতি কল্পনের অব্যবহী
প্রবাহ।
৬. দক্ষিণ অস্ত্রকর্ণ : নিব্য ধ্বনি-জ্যোতি-কল্পনের আরোহী
প্রবাহ।
- আস্ত্র-বাহ্য অক্ষ ৭. নাক ও আলমিহ থেকে সপ্ততালুর সংযোগস্থল : আত্মা
প্রতিটি প্রাণস উদয়ে। তরই জেরে শরীরে প্রাণ জাগছে,
সব মনসিক ও নিব্য প্রেরণা জাগছে। ত্রিনায়াযোগের দ্বারা
কুটুহের কেন্দ্রে সিনরাত শোনা যায় নিবাবধনি, সামককে
বা ভরিয়ে তোলে গভীর প্রসঙ্গিত।

রেখাচিত্র ৪ — সপ্ততালুভেদ হ'লে সাধক পৌঁছে যান দেবত্বে। সেখানে
বিরাজিত ছিদলপদ্ম। জড় ও শক্তির, পুরুষ ও প্রকৃতির
নিব্যমিলনক্ষেত্র। সব যৈতের সেখানে অবসান। সে এক অপার
সচ্চিদানন্দস্বরূপের অনুভূতি।

অনুশাসন

বৈদিক শাস্ত্র এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ নতিয় অনতিয় বচিার সহকারে 42 টি
অনুশাসনকে প্রতটি মানুযরে ধর্মআচরণ রূপে নরূপণ করছেন। নতিয় অনতিয়
বচিার সহকারে এই 42 টি বৈদিক অনুশাসন সম্পূর্ণ জীবন ধরে পালন করতে তবই পরম
মুক্তির পথে যাওয়া যায়।

ধর্মআচরণহীন য়ে কোন প্রকারের সাধনা আসুরকি ভাব বৃদ্ধি করবে। তাই
শাস্ত্রসম্মত নতিয় অনতিয় বচিার সহকারে এই 42 বৈদিক ধর্মআচরণ পালন করই
মুক্তির পথকে জানা বা পাওয়া সম্ভব-ধর্ম আচরণ ব্যতীত কোন যুগে কোন কালে
কোন ব্যক্তি কোনোভাবেই মুক্তির পথকে পতে পারনেি আর ভবষ্ম্যতও কউ
পাবে না।

তাই ঈশ্বর প্রাপ্তির ইচ্ছুক বা সাধন ইচ্ছুক বা মুক্ত লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির
অতিযত্নে অতিসতর্কতার সহতি সর্বদা নতিয় অনতিয় বচিার সহকারে বৈদিক ধর্ম
আচরণ নজিরে বাস্তব জীবনে পালন করা অত্য়ন্ত আবশ্যক।

শাস্ত্রসম্মত নতিয় অনতিয় বচিার সহকারে আচরণই একমাত্র পশুত্বকে মনুষ্যত্বে
, মনুষ্যত্বকে দেবত্বে এবং দেবত্বকে ব্রহ্মত্বে উপনীত করে

ধর্ম আচরণ বা ধর্ম শিক্ষা বা ধর্ম জ্ঞানহীন ব্যক্তি—সাধনা, পূজা,
অনুষ্ঠান, তপস্যা করুক না কেনে তাতে কখনো মনুষ্যত্বের বকিাশ হয় না

তাই মনুষ্যত্বের বকাশ এর জন্য শাস্ত্রীয়, ধার্মিক আচরণ অত্যন্ত আবশ্যক যা বদোন্ত জ্ঞান বা গুরুমুখী সাধনার মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়.

শাস্ত্রসম্মত নতিষ অনতিষ বচার সহকারে বদৈকি আচরণ নজিরে জীবনে পালন না করে জপ-ব্রত-তপস্যা-যোগসাধনা সবই অসম্পূর্ণ / অসফল হয়ে যায়. ।

নতিষ অনতিষ বচার সহকারে 42 টি অনুশাসন- ধর্মআচরণ:-----

1. সত্য (কায়-মন-বাক্যে সর্বদা সত্য প্রতষ্টিতি থাকা)
2. অহিংসা (পূর্ণরূপে হিংসা পরতি্যাগ করা)
3. অস্তয়ে (অন্যেরে শরীর সম্পদ সম্পর্ক সটান্দর্য কোন দকি তাকানোর অভ্যাস করা)
4. ব্রহ্মচর্য (নজিরে স্ত্রী বা নজিরে স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো নারী বা পুরুষের দকি প্রমে বা যটন মনোভাব না রাখা)
5. অপরগ্রহ (শাস্ত্রীয় অধিকার ছাড়া কারো কাছই কোনো দান গ্রহণ না করা)
6. শটচ (দেহশুদ্ধি + ভাবশুদ্ধি + মন -চিন্তাশুদ্ধি)
7. সন্তোষ (তুষ্ট থাকার অভ্যাস)
8. তপস্যা (আহারশুদ্ধি - সর্বপ্রকার দুষতি অন্ন সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ)
9. সাধ্যায় (রোজ শাস্ত্র অধ্যয়ণ -শাস্ত্রীয় আলোচনা ও নতিষকর্ম, জপ ইত্যাদি)
10. ঈশ্বরপ্রাণধান (ঈশ্বর এ সম্পূর্ণ সমর্পন)
11. দয়া (দুর্বল, অসুস্থ ও নরিপরাধরি য়ে কোনো প্রাণীর উপর)
12. ততিক্ষা (কষ্টকর অবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ)
13. শম (মনের সংযম)
14. দম (ইন্দ্রিয়ের সংযম)
15. কখনো সুযোগ সন্ধানী না হওয়া - সুবধিবাদি না হওয়া
16. আসক্ত-কামনা ত্যাগ ও আত্মচিন্তন
17. উপযুক্ত পাত্রেরে দান ও কর্মেরে দক্ষনিদান
18. আর্জব (সরলতা)
19. য়ে কোনো অন্যায় বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মে যুক্ত না থাকা- অন্যায় বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রশয় না দেওয়া এবং প্রয়োজনে ভয়মুক্ত মনে অন্যায় বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মেরে প্রতবাদ করা- প্রয়োজনে দুষ্টেরে দমন করা ।
20. নজিরে কামনা সদিধরি জন্যে কখনো কারো অনষ্টি চিন্তা ও অনষ্টি না করা
21. ঈক্ষা (ববিকে ববিচেনা দয়ি়ে চলা)- ববিকে-বচার-বরোগ্য
22. মটন (কথা না বলা নয় - শুধু বৃথা আলাপ ত্যাগ করা)
23. লোক কল্যাণ ভাবনা ও দশেভক্তি
24. কায়োমনোবাক্য গুরুসবো এবং গুরুর আদেশে মাত্র সবসময় বনি বচারে, বনি যুক্তিতে, বনি তর্কে আদেশে পালন করা।
25. ঈশ্বরএ পরম ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান ও পরম মুক্তি এবং অন্য জীবাত্মকে পরম মুক্তি এর পথে পূর্ণ রূপে সাহাজ্য করা -এটাই জীবনের জীবনের মূল লক্ষ্য স্থরি করা।
26. প্রতমিহুর্তে ও প্রতটি কাজে নতিষ-অনতিষ বচার করে চলা
27. বনিয়, নম্রতা ও ভদ্রতা
28. শালনিতা, শষ্টিচার, শ্রদ্ধা ও প্রীতমিনোভাবাপন্ন
29. নজিরে অধিকারেরে সীমা-মর্যাদা জ্ঞান

30. নষিঠা ও নষিকাম ভাবে প্রতটি তপস্যা, ধর্ম-কর্ম করা
31. অসংসঙ্গ ও ধর্ম গ্লানিরি এবং নাস্তিকি লোকেরে সঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ
32. সদ্ধি পুরুষেরে কাছে শাস্ত্রজ্ঞান ও উপদেশে লাভ
33. পতিমাতার সবো, সামাজিকি ও স্ত্রী-সন্তান ও সাংসারিকি দায়িত্ব ও কর্তব্যব্য পূর্ণ নষিকাম ভাবে প্রতপালন
34. ক্ষমা এবং প্রাণীদরেকে অন্ন জল খাদ্য প্রদান করা
35. দবে ও শাস্ত্রে ভক্তি এবং নিজেকে কর্তা নয়, বরং সবেক জ্ঞান করা
36. জীবনে প্রতক্ষিত্রেই মনঅনুসারেরে সদ্ধিধান্তে নয় - শাস্ত্রানুসারে চলা উচতি
37. যবে কোনো লোককে শুধুমাত্র কার্মকি চরতির দিয়ে বচার আর অন্য কিছু দিয়ে বচার নয়
38. সাধু-যোগী ইত্যাদরি বচার শুধু শাস্ত্র লক্ষন অনুসারে করা, কারো বাইরেরে কিছু দিয়ে বচার নয়
39. গুরু প্রদত্ত রোজ সাধন ভজন করা
40. পূর্ব ভুল কর্মেরে প্রায়শ্চিত্ত করণ
41. জড়জগতেরে লোক দেখোনো সৌখনিতা বা কামনা পূরণেরে সৌখনিতা ত্যাগ করা
42. শাস্ত্রীয়ও বচার করে লোকাচার বা কুসংস্কার মানবকিহীন কর্ম বা ভাবনা ত্যাগ করা .

